122

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 APR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

পরীক্ষা পেছানোর দাবি যেন না মানা হয়

আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে কতিপয় পরীক্ষার্থী গত মঙ্গলবার প্রেসক্লাব ও হাইকোর্টের সামনে এবং সেগুনবাগিচার রাস্তায় অরাজকতার সৃষ্টি করে। তাদের বক্তব্য ১০ই জুন থেকে বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হচ্ছে। সুতরাং এইচএসসি পরীক্ষা চলতে থাকলে তারা খেলা দেখতে পারবে না। পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ২৮শে মে থেকে।

বেশ ক'দিন আগে একই দাবিতে ঢাকা কলেজের সম্মুখে পরীক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছিল। সময়মতো পুলিশি হস্তক্ষেপে তা বেশি দূর গড়াতে পারেনি। কিন্তু গত মঙ্গলবার তারা ২০টি গাড়ি ভাঙচুর করে। অনেক গাড়ির যাত্রী আহত হন। গোটা প্রেসক্লাব, হাইকোর্ট এবং সেগুনবাগিচা এলাকাজুড়ে এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। পুলিশ ১১ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে।

যেকোন অজুহাতে পরীক্ষা পেছানোর দাবি করা কতিপয় পরীক্ষার্থীর সহজাত নিয়মে পরিণত হয়েছে। আর এর জন্যে গাড়ি ভাঙচুর করে অরাজকতা সৃষ্টি করা একটা সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। এই সম্পাদকীয় কলামে কিছুদিন আগেও আমরা একই বিষয়ে মন্তব্য করেছিলাম। আমরা বলেছি, ফ্রান্সে যে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা শুরু হচ্ছে তার মাত্র কয়েকটি ইভেন্ট বাংলাদেশে দেখানো হবে। সুতরাং পরীক্ষার কারণে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখা যাবে না কিংবা এই খেলার কারণে পরীক্ষাদান বাধাগ্রস্ত হবে এ যুক্তি একেবারেই ধোপে টিকবে না।

তারপরেও পরীক্ষা পেছানোর আবদার করতে হবে এবং গাড়ি ভাঙচুর করে আন্দোলন করতে হবে, এটা কোনমতেই মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

এরপরেও আমাদের প্রশ্ন, পরীক্ষা পেছানোর দাবি কি অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর? আমরা তা মনে করি না। মাত্র হাতেগোনা কিছু পরীক্ষার্থী একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে চাচ্ছে শুধু। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ অবস্থার শিকারে পরিণত হয়ে উদ্বিগ্ন দিন কাটাচ্ছে। তারা দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে পরীক্ষা ঠিক সময়ে হবে কি হবে না। এতে পরীক্ষার্থীদের সার্বিক পড়াশোনাই বিঘ্নিত হচ্ছে।

সুতরাং আমরা সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করছি তারা যেন পরিষ্কার জানিয়ে দেন যেকোন অবস্থাই হোক পরীক্ষা কোনমতে পেছানো হবে না। পরীক্ষা পূর্বঘোষিত তারিখেই অনুষ্ঠিত হবে। এতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে। পরীক্ষার্থীরা পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারবে। আর শুধু এখন নয়, ভবিষ্যতে পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে যারা গাড়ি ভাঙচুর করবে, অরাজকতার সৃষ্টি করবে তাদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়। কারণ, দাবি প্রকাশের স্বাভাবিক নিয়ম রয়েছে। অরাজকতা-ভাঙচুর সমর্থনযোগ্য নয়।

পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলনের বিরূপ সমালোচনা শুধু দেশের ভেতরেই হয় না, দেশের বাইরেও হয়। অথচ আমাদের ছাত্র সমাজের এক অংশ এ থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করছে না। এটা সত্যিই দুঃখজনক। আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা এবং এর প্রতি আমাদের তরুণ সমাজের আগ্রহ অনস্বীকার্য। কিন্তু এই আগ্রহের আতিশয্য কি কাম্য?